EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 8802-55662000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের বক্তব্য
সেমিনার-১: "ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ"
বিজিএমইএ এক্সপো

হোটেল র‍্যাডিসন, চট্টগ্রাম
৬ই আগস্ট, ২০১৫

আমি দ্রুতই মূল্যায়ন করতে পেরেছি যে বাংলাদেশ এবং এর জনগণের অসাধারণ গুণের মধ্যে একটি হল ইতিহাসের প্রতি আপনাদের অগাধ শ্রদ্ধা। আপনারা ইতিহাস জানেন, এটি নিয়ে কথা বলেন এবং এর দ্বারা পরিচালিত হন। তাই "ব্র্যান্ড বাংলাদেশ" সম্পর্কে আজকের এই দিনে যে বার্তাটি আমি আপনাদের দিতে চাই তা হলঃ আমরা যেমনটি জানি বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প আজ চরম ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

এটি কোন হুমকি নয় বা কোন ষড়যন্তের ফলও নয়, এটি হল পোশাক শিল্পের ইতিহাসে বারবার পুনারাবৃত্তি হওয়া ঘটনার পরিষ্কার স্বীকৃতি।

পোষাক এবং বস্ত্রশিল্প অনেক দেশের শিল্প উন্নয়নে প্রাথমিক ভূমিকা রেখেছে। তবে এই উন্নয়ন অব্যাহত থাকলে এবং শ্রমিকদের সামর্থ্য এবং বেতন বাড়তে থাকলে – এই পোশাক এবং বস্ত্রশিল্প পরিণত হয়ে উন্নততর পণ্য উৎপাদন করে অথবা অন্যত্র প্রতিযোগিদের কাছে হেরে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রেও এমনটি ঘটেছিল যেখানে উৎপাদন বিদেশে হাতছাড়া হওয়ার পূর্বে দেশটির উত্তরের রাজ্যগুলো থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সম্প্রতি এই প্রবণতা আমরা চীনেও শুরু হতে দেখেছি। ভুল করবেন নাঃ এটি বাংলাদেশেও ঘটবে এবং ঘটছে।

মূল কথা, এই সম্ভাব্য পরিবর্তন হল একটি সাফল্যের গল্পঃ বাংলাদেশ অর্থনীতি বড় হচ্ছে, নাগরিকদের সম্পত্তি ও আশা-আকাঙ্খা বাড়ছে। বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি অর্জন করায় আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি নিকট ভবিষ্যতে পূর্ণ মধ্যম আয়ের

দেশের স্বীকৃতি অর্জন করবে। কিন্তু এটি করার পথে যে তুলনামূলক সস্তা শ্রমের সাহায্যে আপনারা প্রতিযোগিতামূলক আছেন তা টেকশই হবে না।

আপনাদের সাফল্য ইতমধ্যেই আপনাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রতিযোগিদের উৎসাহ দিয়েছে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের মৌলিক উৎপাদনে বাধা অনেক কম, এই ব্যপারটি অন্য দেশগুলোও লক্ষ্য করেছে- যারা বাংলাদেশের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে কম উন্নত। এই বিষয়টিতে ক্রেতারাও অবগত। গত মাসে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল একটি প্রতিবেদনে প্রধান ব্র্যান্ডগুলোর পূর্ব আফ্রিকায় সাপ্লাই নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত করার ব্যপারটি উল্লেখ করা হয়, যেখানে খরচ উন্নয়নশীল বাংলাদেশের চেয়ে কম। আমি বুঝতে পারছি বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারকদের মধ্যে অনেকেই সেখানে কারখানা প্রস্তুত করার বিষয়টি বিবেচনা করছেন।

আপনাদের দেশ এবং প্রতিযোগীদের পাশাপাশি ক্রেতারও পরিবর্তন হচ্ছে। রানা প্লাজা এবং তাজরিন ফ্যাশনের দুর্ঘটনা ক্রেতা এবং ভোক্তাদের পোশাক শিল্পের নিরাপত্তা এবং কর্মীদের অধিকার নিয়ে সচেতন হতে শিখিয়েছে যা আগে কখনও হয়নি। যার অর্থ হচ্ছে ক্রেতাদেরকে নিশ্চিত করা তারা যে শিল্প থেকে ক্রয় করছে তা আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে চলে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে, পোশাক ও বস্ত্র শিল্পএর ইতিহাস সম্পর্কে জানার পরে আপনারা সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আপনাদের ব্যবসা আরো বৃদ্ধি করার জন্য। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনারা বিনিয়োগ করতে পারেন নতুন যন্ত্রপাতি, কৌশল ও নিরাপত্তার ইস্যুগুলো ঠিক করতে পারেন এবং পাশাপাশি আপনাদের শ্রমিকদের কথা বলার সুযোগ দিতে পারেন। এতে আপনাদের ব্যবসার উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং আপনারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবেন। অথবা আপনারা এই পরিবর্তন না চাইলে দেখবেন একের পর এক ক্রেতা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে কারণ তারা আপনার কাছে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য পাচ্ছে না।

২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়নে পৌঁছানোর আপনাদের যে লক্ষ্য তাতে আমিও একমত। এই পোশাক শিল্প ১৯৮৫ সালে ১১৬ মিলিয়ন ডলার থেকে আজকের ২৪.৫ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি শিল্পে পরিণত হয়েছে।

আপনার যার বিনিময়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন তা দিয়ে কিন্তু ৫০ বিলিয়নে পৌঁছানো যাবে না। আপনাদের শিল্পকে বাঁচাতে এবং বৃদ্ধি করতে, রূপান্তর করতে হবে। আপনাদের শিল্প কেমন হবে সেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সাথে সাথে বেতন বাড়ানোর জন্য আপনাদের উৎপাদনশীলতাও বাড়াতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা উন্নয়নে আপনাদের কাজ করে যেতে হবে। আপনাদের নতুন বাজার প্রসার করতে হবে এবং এমন পণ্য উৎপাদন, বৈশিষ্ট্য এবং সেবা প্রদান করতে হবে যা আপনাদের প্রতিযোগিরা দিতে পারে না ।

তার জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানী। আরও প্রয়োজন সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনক্ষমতা এই দুটি গুণ সকল বাংলাদেশীদেরই রয়েছে। ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাতে কারখানা পরিচালনার জন্য নতুন সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে, আপনাদের কর্মীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নতুন পথের প্রয়োজন হবে- নতুনভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে, তাদেরকে ধরে রাখতে, এবং একত্রে আপনাদের কোম্পানিকে আরও মজবুত করতে তাদের প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে উন্নত করতেও নতুন উপায়ের প্রয়োজন হবে।

আমি বিশ্বাস করি এই মালিক- শ্রমিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শ্রমিক অধিকার। সংগঠিত শ্রমিক কোন হুমকি নয়। এটি একটি সম্পর্ক স্থাপনের সরঞ্জাম যা শ্রমিক- মালিক একে অপরের প্রয়োজন ও সমস্যা আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কোন বিষয়টি আপনার কর্মীকে আপনার কারখানায় ধরে রাখবে তা জানার জন্য এটি একটি উপায় মাত্র- যা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সহজতম উপায়। এটি তাদের দক্ষতার উন্নতি ও প্রশিক্ষণের সম্ভাবনা তৈরি করে যা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যবসা খাতেই বিদ্যমান। এটি আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার শ্রমিকদের সাথে আপনাদের সম্পর্কের গঠনে ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। আপনাদের ব্যবসা না টিকলে, তারাও টিকবে না।

তৈরি পোশাক শিল্প পুনরায় উদ্ভাবনের জন্য বিকল্প খোঁজা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। নিচে নামার জন্য আপনাদের কোন প্রতিযোগিতার দরকার নেই যেখানে রয়েছে সবচেয়ে কম প্রতিযোগিতামূলক ও সবচেয়ে অনিরাপদ শিল্প কারখানাগুলো যারা অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়; আপনাদের পথটি হওয়া উচিত একটি দেশ হিসাবে যেটি বিশ্বকে দেখিয়ে যাচ্ছে যে কিভাবে

গণতান্ত্রিক সমাজে সুষম উন্নয়ন লালন করা যায়। উক্ত অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলার সক্ষমতা তৈরি পোশাক খাতের থাকা উচিত। সংস্কারের যে রূপরেখা নিয়ে আমরা পরিকল্পনা করেছি এবং কাজ করেছি সেই লক্ষ্যে একত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে সফলতা সম্ভব।

==========

জিআর/২০১৫